Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya

Dept.of History

Teacher's name - Prof.Prabir Mukhopadhyay

Study materials for B.A 6th sem students

Scanned with CamScanner

৫৪.২.১ আফিম যুদ্ধের পটভূমি

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শক্তি ভারতে নিজের শেকড় জমিয়ে ফেলেছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ ব্রিটেন শিল্পক্ষেত্রে অতি দ্রুত উন্নতি করে। ভারত থেকে আহৃত পুঁজিদ্বারা তাদের দেশকে সমৃদ্ধ করে। বাংলা তথা সমগ্র ভারতের বস্ত্রশিল্পের সর্বনাশ সাধিত করে ম্যানচেস্টার প্রভৃতি স্থানের বস্ত্রশিল্প হু হু করে বাড়তে থাকে। এই উদ্বৃত্ত বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্যের জন্য নতুন বাজারের প্রয়োজন ছিল ব্রিটেনের।

পক্ষান্তরে, চীন সর্বদাই আর্থিকরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ ছিল। বহির্বাণিজ্যে চীনের ঐতিহ্য ছিল না। কিছু সময় ছাড়া চীনের সম্রাটরা বাণিজ্যকে আমল দিতেন না। বহির্বাণিজ্যে চীনের উপকূলবর্তী অঞ্চলের লোকেরাই নিযুক্ত ছিল, কারণ অনুর্বর হওয়ার জন্য এই অঞ্চল কৃষির ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল, তাই জীবনধারণের জন্য বাধ্য হয়েই তারা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। মাঝে মাঝে সম্রাটরা বহির্বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে দিতেন। কিন্তু অর্থ ও রুপো ইত্যাদির অভাব এবং যুদ্ধজনিত রাজকোষের অর্থাভাব পূরণের জন্য বাণিজ্যের দ্বার আবার খুলে দিতে বাধ্য হতেন। যদিও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক (tax) আদায়ের জন্য বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রক (Superintendent of Port) নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বাণিজ্য প্রসারের অনুকূল সংগঠন, ব্যাঙ্কের মতো আর্থিক সংস্থান ইত্যাদি আবশ্যিক শর্তের অভাবে বহির্বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসার পেছনে রাজ্যশক্তির আনুকূল্যের অভাব ও মূলধনের নিরাপত্তাহীনতা চীনের বণিকদের উৎসাহ স্তিমিত করেছিল। উপরন্তু, যদিও রাজশক্তির প্রেরণা তাদের পেছনে ছিল না, তথাপি সময়-অসময়ে সম্রাটেরা শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখাতেন, এবং প্রায়শ এই শুল্ক মাত্রাতিরিক্ত হত। তাছাড়া কোনো ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাও ছিল না, তাই বাণিজ্যে লগ্নিকরণে অসুবিধা ছিল।

এদিক দিয়ে ব্রিটিশ বণিকরা ভাগ্যবান ছিলেন। তাদের বাণিজ্য সংগঠনের পেছনে রাজশক্তি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রবল সমর্থন ছিল। এই সুরক্ষার জন্য ব্রিটিশ বাণিজ্যের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। তদুপরি শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেন ও য়ুরোপের দেশগুলি একে একে পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হয়। এই বিকাশের ফলস্বরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারের সন্ধান প্রাচ্যে এসে অস্ত্রশক্তির জোরে উপনিবেশ স্থাপন করে। যদিও ইংরেজরা চীনকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করতে পারেনি কিন্তু এই বিশাল বাজারের প্রতি তাদের লোলুপ দৃষ্টি নিষিদ্ধ ছিল। বহু শতাব্দী যাবৎ চীনের সিল্ক, চা-পাতা ও চীনামাটির বাসন য়ুরোপে রপ্তানি হত, যার ফলস্বরূপ প্রভূত পরিমাণ রুপো চীনে প্রবাহিত হত। ব্রিটেন ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশ এই বাণিজ্যিক ব্যবধান (balance of trade) দূর করার জন্য চীনে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রচুর পরিমাণ আফিম গোপনে সরবরাহ আরম্ভ করল। এই বিষ একদিকে যেমন মরণের রস মানুষের শরীরে প্রবেশ করে সর্বনাশ করছিল তেমনি অভূতপূর্ব পরিমাণ রুপো মূল্যস্বরূপ চীন থেকে নির্গত হতে শুরু করল। এইভাবে রাজকোষের

Scanned with CamScanner

অর্থাভাব প্রকট হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনৈতিক বাণিজ্যের এইরূপে বর্ণনা করেছেন : "একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করান হইল ; এমনতর নিদারুণ ঠগী-বৃত্তি কখনো শোনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল, "আমি অহিফেন খাইব না।" ইংরাজ বণিক কহিল "সে কি হয় ?" চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল ; দিয়া কহিল "যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।" বহুদিন হইল ইংরাজরা চীনে এইরূপে অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন।" ("চীনে মরণের ব্যবসায়", ভারতী, জ্যেষ্ঠ, ১২৮৮ (১৮৮১, পৃঃ ৯৩-৪)।

৫৪.২.২ যুদ্ধ

এইরূপে অর্থনির্গমনের ফলে ১৮৩৪ পর্যন্ত চীনের আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে লাগল, দেশপ্রেমী শাসকবর্গ ও বুদ্ধিজীবীরা এর বিরোধিতা করলেন। বিরোধ চরমে উঠলে চীনের সম্রাট লীন ৎচশ্যু নামে এক দেশভক্ত উচ্চ আধিকারিকে ১৮৩৯ সালে ক্যান্টনে (অধুনা কোয়াংচোউ) কমিশনার রূপে এই বেআইনি বাণিজ্য রোধ করতে পাঠান। লীন বন্দরস্থিত জাহাজের সমস্ত আফিম ধ্বংস করে ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন, ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত কর্মচারীকে চীন থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অবশেষে ১৮৪০ সালে ইংরেজদের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধল—এ যুদ্ধ ছিল চীনকে উন্মুক্ত বাণিজ্যক্ষেত্র রূপে পরিণত করার যুদ্ধ অর্থাৎ চীনে অবাধভাবে আফিম সরবরাহ করার অধিকারলাভের যুদ্ধ।

৫৪.২.৩ যুদ্ধের পরিণাম—নানচিং সন্ধি

যুদ্ধের পরিণাম জানাই ছিল। সাধারণ জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিদেশিদের এই জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, কিন্তু জনগণের এই অভ্যুত্থানে চীনের রাজশক্তি ত্রস্ত হয়ে উঠল। পতনোন্মুখ এই চীন সাম্রাজ্য (১৬৪৪-১৯১১) সাত তাড়াতাড়ি করে ব্রিটিশশক্তির কাছে মাথা নত করল। জনতার উৎসাহ দমিত হল ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের সঙ্গে "নানচিং (বা নানকিং) সন্ধি" স্বাক্ষরিত হল। চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা গর্ব করে চীনের ক্যান্টন ইত্যাদি পাঁচটি বন্দর ইংরেজ বণিকদের নিকটে উন্মুক্ত হল। হংকং ইংরেজরা লাভ করলেন, এবং ২১ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীনের নিকট থেকে আদায় করলেন। যদিও আফিম বেআইনি পণ্যের মধ্যে গণ্য ছিল, কিন্তু ব্রিটিশদের আফিম-বাণিজ্যতরী সকল যুদ্ধসজ্জায় যেরূপ সুসজ্জিত হত তাতে দুর্বল চীনা সৈন্য তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারত না। অতএব চীনের চোখের সামনে প্রকাশ্যভাবেই এই বিদেশিরা ব্যবসা চালাতে লাগল।

৫৪.২.৪ অন্যান্য দেশ : অসমান সন্ধি

ব্রিটেনের দেখাদেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স চীনকে তাদের সঙ্গে অনুরূপ অবাধ বাণিজ্য করার সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। এই সন্ধিগুলো "অসমান-সন্ধি" (Unequal Treaties) নামে পরিচিত। এতে চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা খর্ব হয়েছিল। বিদেশি পণ্যদ্রব্য অবাধ প্রবাহের জোরে চীনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিঘ্নিত হল, চীন অর্ধ-ঔপনিবেশিক ও অর্ধ-সামন্ততন্ত্রের পথে অগ্রসর হল।

Scanned with CamScanner

৫৪.৩ থায়ফীং বিপ্লব

৫৪.৩.১ থায়ফীং বিপ্লবের সূচনা

আফিম যুদ্ধের পর চীনের ছীন সরকারকে বিদেশিদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অত্যধিক অর্থ দিতে হল। এই অর্থ আহরণের জন্য সরকার নানাপ্রকার রাজস্ব ও ব্যবসায়িক শুল্ক আদায় করতে থাকেন। এই অর্থের ভার জনগণের উপরই পড়ছিল। উত্তরোত্তর গুরুভার শুল্কের ফলে জনতা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শোষণের অত্যাচারে জর্জরিত জনতা ও কৃষকরা ক্রমে সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে এই গণোত্থান প্রবল বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন, হুং শিউছোয়ান (Hong Xiuquan) (১৮১৪-১৮৬৪) নামে এক কৃষক নেতা। দক্ষিণ-পূর্ব চীনের কোয়াংশি প্রদেশকে কেন্দ্র করে তিনি থায়ফীং থিয়েনকুড (Taiping Heavenly Kingdom—মহাসমতা স্বর্গীয় রাজ্য) নামে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বিক্ষুব্ধ জনতার প্রবল সমর্থনে এই রাজ্য শীঘ্রই বিস্তারলাভ করল এবং ১৮৫৩ সালে দক্ষিণ চীনের প্রধান শহর নানচিং (Nanjing/Nanking)-এ রাজধানী স্থাপন করেন। চীনের ১৭টি প্রদেশের ৬০০-র বেশি শহরে এই রাজ্যের অধিকার ছিল। থায়ফীং কর্তৃপক্ষ ভূমিসংস্কার করে কৃষকদের মধ্যে ভূমির সমভাবে বণ্টন (equal division) করে। নরনারীদের মধ্যে সমতার নীতি গৃহীত হয় ও প্রাচীন রক্ষণশীল কনফুসীয় আদর্শের কঠোর সমালোচনা করা হয়।

৫৪.৩.২ বিদেশি হস্তক্ষেপ ও দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ

থায়ফীং সরকারের উপর্যুপরি আক্রমণে ছীং সাম্রাজ্য যখন পর্যুদস্ত, তাদের এই শোচনীয় অবস্থার সুযোগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ (১৮৫৬-৫৮) শুরু করে ও টলটলায়মান ছীং সম্রাটের কাছ থেকে আরও অনেক সুবিধা ও মুক্তবন্দরের বিশেষ অধিকার আদায় করেন। এই সুযোগে রাশিয়া উত্তর-পূর্ব চীনের হেইলুংচিয়াং অঞ্চল অইধকার ও অন্যান্য বিশেষ অধিকার ছিনিয়ে নেন। থায়ফীং সরকারের অস্তিত্বকে এই শক্তিগুলো শুধু চীনসম্রাট নয় বিদেশি শক্তির পক্ষেও বিপজ্জনক বলে মনে করেন এবং এই বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য ছীং সেনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্ত বিদেশী শক্তি উদীয়মান থায়ফীং রাজ্যকে ১৮৬৪ সালে কঠোরভাবে দমন করেন।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর পুঁজিবাদের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হল, অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হল। চীনের বাজারে আধিপত্য বিস্তারের জন্য পুঁজিবাদীদের মধ্যে হুটোপুটি শুরু হল।

Scanned with CamScanner

৫৪.৪ চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫)

৫৪.৪.১ যুদ্ধের পটভূমি ·

ইতিমধ্যে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে জাপানে মেইজ রাজতন্ত্রের "পুনঃপ্রতিষ্ঠার" (Meiji Restoration) পর জাপান শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিলাভ করে। একই সঙ্গে জাপান জাতীয় প্রতিষ্ঠা ও সামরিক

Scanned with CamScanner

শক্তির বিকাশের জন্য শক্তি নিয়োগ করে। ক্ষুদ্র দ্বীপ জাপান সর্বদাই চীন ও কোরিয়ায় নিজের শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের প্রতি সচেষ্ট ছিল। এই উদ্দেশ্যে জাপান ১৮৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে চীনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোরিয়া আক্রমণ করে। জাপানের আক্রমণ এই প্রথম নয়। ১৮৭০ সাল থেকে তারা বারকয়েক কোরিয়া আক্রমণ দ্বারা তাদের কাছ থেকে বাণিজ্যের অধিকার ও কোরিয়ায় পাকাপাকিভাবে জাপানি সেনা নিয়োগ করার অধিকার অর্জন করে। কোরিয়া আংশিকরূপে জাপানের উপনিবেশে পরিণত হয়।

কোরিয়া আক্রমণের পেছনে মার্কিন উসকানি ছিল। ব্রিটেন ও রুশ দেশের মধ্যে পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বার্থের সংঘাত জন্মেছিল। তাই জাপানের মাধ্যমে ব্রিটেন এই ক্ষেত্রে রুশ-প্রভাব প্রতিরোধ করতে উদ্যোগী হয়েছিল। জাপানের কোরিয়া আক্রমণের পেছনে ব্রিটেনের প্ররোচনা ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে কোরিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য কোরিয়ার শাসকরা চীনের কাছে সেনা পাঠানোর আবেদন জানান। এই সুযোগে জাপান তার জলসেনা ও স্থলসেনা নিয়ে প্রবেশ করে এবং বিদ্রোহ দমনের পরও কোরিয়ায় তাদের সেনা মোতায়েন রাখে এবং একই বছরে জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে চীনের স্থল ও নৌসেনার উপর বারবার হিংস্র আক্রমণ চালায়। চীনের নৌসেনার জেনারেল ও এডমিরাল স্থানীয় অফিসাররা প্রাণপণ লড়াই করেন। কিন্তু জাপানের তুলনায় চীনারা নৌযুদ্ধে অপেক্ষাকৃত অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ ছিলেন। তদুপরি লী হুংচাং-এর মতো উচ্চপদাধিকারী সেনাপতি ও আধিকারিকরা বলপ্রয়োগ না করার নীতি (non-resistance) অনুসরণ করেন। ফলে চীনা সেনাদের মনোবল ভেঙে যায়। এদিকে জাপানি নৌসেনা চতুর্দিক থেকে চীনাদের উপর মুহুর্মুহু আক্রমণ দ্বারা পর্যুদস্ত করে এবং উত্তর-পূর্ব চীনের বন্দর তালিয়েন (দায়রেন) ও লুষুন অধিকার করেন। জাপানি সেনা ১৮৯৫ সালের গোড়ায় উত্তর চীনের যানতুং প্রদেশের উপকূল অঞ্চলের চীনের নৌসেনাকে নিঃশেষ করে ফেলে। ত্রস্ত চীনা সম্রাট মার্চ মাসে লী হুংচাং-এর মাধ্যমে জাপানের সঙ্গে এক অপমানজনক সন্ধি করেন, যার নাম "শিমোনোসেকি সন্ধি।"

৫৪.৪.২ শিমোনোসেকির সন্ধি

এই শিমেনোসেকির চুক্তি অনুসারে উপরোক্ত অধিকৃত অঞ্চল, থাইওয়ান (Taiwan) ইত্যাদি চীনের দেশাংশ জাপানের অধিকারে গেল, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ২০ কোটি আউন্স (চীনা টায়েল) রুপো জাপান পেল এবং আরও পেল বাণিজ্য করার ও কারখানা খোলার অধিকার। এইরূপে সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের ভূখণ্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করার ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত থাকে।

একদা সমৃদ্ধ চীন বিদেশিদের তাঁবেদারে পরিণত হয়, আর্থিকরূপে ক্রমশ দরিদ্র দেশে পরিগণিত হয়, চীনের কৃষি ও শিল্প ধ্বংস হয়। বিদেশিদের কলকারখানাগুলির কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে ও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজারে পরিণত হয়।

Scanned with CamScanner